২২/৬/২০০৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

ঢা.বিতে অচলাবস্থা কাটেনি সমঝোতা বৈঠক বয়কট করেছে ছাত্রদল, ইউনিয়ন ও মৈত্রী

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত পরিবেশ পরিষদের বৈঠকে কোনরকম সমঝোতা হয়নি। ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয় ছাত্রমৈত্রী সভা বয়কট করে। ছাত্রদ গতকাল ক্যাম্পাসে বিশাল শো-ডাউ করেছে। ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে কোন মিছি মিটিং করেনি। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জে ধরে ছাত্রলীগের বাগেরহাট গ্রুপ মাদারীপু শরীয়তপুর গ্রুপকে বিতাড়িত কা সলিমুল্লাহ হল দখল করে নিয়েছে। এ নি ছাত্রলীগের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল শনিবা বেলা ১টায় প্রশাসনিক ভবনে পরিবে পরিষদের বৈঠক বসে। এতে ছাত্রদ ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী, জাস ছাত্রলীগের নেতারা যোগ দিলেও কিছুক্ষ পরই ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রদ বিভিন্ন দাবি জানিয়ে সভা বয়কট করে চ আসে। প্রথমে ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্রমৈ ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত ও বহিরাগতমুক্ত করে সহ-অবস্থান ব্যবস্থার বিরোধিতা ক সভা বয়কট করে। তাদের বক্তব্য হ ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত না করে সহ- অবস্থ করলে সংঘর্ষের সম্ভাবনা আরও বেশি হবে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রমৈত্রীর নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাসান তারিক চৌধুরী সোহেল, রাজু, শশী, দীপঙ্কর সাহা দীপু সাব্বাহ আলী খান কলিন্স প্রমুখ। তার

ঢা.বি. : পৃঃ ২ কঃ ৬

ঢা. বি : অচলাবস্থা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

আজ ক্যাম্পাসে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের দাবিতে মিছিল ও সমাবেশ করবে। ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রমৈত্রীর সভা বয়কটের আধা ঘণ্টা পরই ছাত্রদল সভা বয়কট করে চলে আসে। তারা গত পাঁচ বছরে বের করে দেয়া সকল বৈধ ছাত্রকে ১১টি হলে উঠিয়ে দিলে ধর্মঘট প্রত্যাহার করবে বলে জানায়। এ সময় কর্তৃপক্ষ আগে ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে বললে তারা সভা বয়কট করে চলে আসে। ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য হচ্ছে আমাদের নেতা-কর্মীরা যেহেতু হলে থাকতে পারবে না সেহেতু ধর্মঘটও প্রত্যাহার করা হবে না। যেদিন সবাইকে হলে উঠানো হবে, সেদিন থেকেই ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হবে।

সভায় ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাহাবউদ্দিন লাল্টু, এবিএম মোশাররফ হোসেন, মনির হোসেন, মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, আসাদুজ্জামান আসাদ প্রমুখ।

সভায় ছাত্রলীগ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য ছাত্রদলের প্রতি দাবি জানায়। তারা ক্যাম্পাসকে অছাত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানায়। সভায় ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাহাদুর বেপারী, অজয় কর খোকন, বেগ শাহীন জাহান, একেএম আজিমসহ ৮ জন কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা। জাসদ ছাত্রলীগ যে কোন মূল্যে হোক ক্যাম্পাসকে শান্ত রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানায়। এ সময় জাসদ ছাত্রলীগের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন করিম শিকদার, মীর্জা আনোয়ারুল হকসহ ৪/৫ জন। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী।

গত বৃহস্পতিবার ৪টি হলে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের উঠিয়ে দেয়ার পর গতকাল শনিবার দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর তারা হল থেকে মিছিল নিয়ে মধুর ক্যান্টিনে আসে। ৪টি হলে ছাত্রদলের ৮০ জনের মতো নেতা-কর্মী উঠলেও গতকাল তাদের মিছিলে প্রায় দুইশ নেতা-কর্মী অংশ নেয়। ধর্মঘটের সমর্থনে ক্যাম্পাসে মিছিলশেষে ডাকসু ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত ছাত্রদলের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মনির হোসেন, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, আবদুল বারী ড্যানি, ফরহাদ হোসেন আজাদ, গোলাম হাফিজ নাহিন, আতিকুল ইসলাম আতিক, আবু মুসা ভুঁইয়া প্রমুখ।

ছাত্রলীগ গতকাল ক্যাম্পাসে কোন মিছিল মিটিং করেনি। শুক্রবার গভীর রাতে সলিমুল্লাহ হলে ছাত্রলীগের বাগেরহাট গ্রুপের নেতারা মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের নেতা-কর্মীদের বের করে দিয়ে হলে একক আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে। জানা গেছে, মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের হল নেতা ইমন ও রায়হান বাগেরহাট গ্রুপে যোগ দিয়ে হল শাখার সভাপতি ও বাগেরহাট গ্রুপের নেতা রেজাউল ইসলাম রেজার নেতৃত্বে মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের নেতা গালিবসহ নেতা-কর্মীদের রাত ১২টার দিকে হল থেকে বের করে দিয়ে হল তাদের একক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এ সময় বাগেরহাট গ্রুপের একটি মিছিলও হলে অনুষ্ঠিত হয়।

এ প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক লিয়াকত শিকদার বলেন, এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। ছাত্রলীগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল ওদুদ খোকন বলেন, এ রকম কোন ঘটনা ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। তবে ঘটে থাকলে তা অবশ্যই একটি অগণতান্ত্রিক ব্যাপার। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন বলেন, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। ছাত্রলীগের হল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সাথে কেন্দ্রীয় নেতাদের দূরত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গতকাল মধুর ক্যান্টিনে হল পর্যায়ের নেতা-কর্মীর উপস্থিতি ছিল খুবই সামান্য [illegible]